জেলা: নওগাঁ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(দেওয়ানী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ জাকির হোসেন

দেওয়ানী রিভিশন নং ৩৭৬০/২০১৯

পক্ষগণঃ

মোঃ রেজাউল হক
.....বিবাদী-আপীল্যান্ট-দরখাস্তকারী

-বনাম-

মোসাঃ লিপি বানু
..... বাদী-রেসপনডেন্ট-প্রতিপক্ষ

বিজ্ঞ আইনজীবীগণঃ

কেউই উপস্থিত হয় নাই
.....দরখাস্তকারীর পক্ষে

জনাব মোঃ ফজলে রাব্বি
..... প্রতিপক্ষের পক্ষে

শুনানী ও রায় প্রদানের তারিখ: ০৫.০৬.২০২৪

বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন:

বিবাদী-আপীল্যান্ট-দরখাস্তকারী কর্তৃক দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(১) এর বিধান মতে দাখিলকৃত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষগণের প্রতি কারণ দর্শানোপূর্বক রুল জারী করা হয়, যা নিম্নরূপ:

> *"Records of the case be called for.*
>
> *Let a Rule be issued calling upon the opposite party to show cause as to why the impugned judgment and decree dated 22.05.2019 (decree being drawn on 27.05.2019) passed by the learned Joint District Judge, 3rd Court, Naogaon in Family Appeal No. 33 of 2018 dismissing the appeal and thereby affirming the judgment and decree dated 25.02.2018 (decree being drawn on 01.03.2018) passed by the learned Badalgachi Family Court, Naogaon in Family Suit No. 30 of 2016 should not*

be set aside subject to deposit 1,00,000/- (one lac) Tk. within 3 (three) months otherwise the Rule shall stand discharged and/ or pass such other or further order or orders as to this Court may seem fit and proper."

বাদী-রেসপনডেন্ট-প্রতিপক্ষের মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ০৭/০৬/২০১২ ইং তারিখে বাদীর সঙ্গে বিবাদীর ৩,০০,০০১/- টাকা দেনমোহরানা ধার্য্য রেজিস্টিকৃত কাবিননামামূলে বিয়ে হয়। বিবাদী দেনমোহরানা বাবদ বাদীকে নগদ নাকফুল ১,০০০/- টাকা পরিশোধ করে। মোহরানার অবশিষ্ট ২,৯৯,০০১/- টাকা বিবাদী পরিশোধ করেননি। বাদী পুলিশ বাহিনীতে চাকুরীতে কর্মরত অবস্থায় বিবাহের অনুমতি পাওয়ার পর রেশন ও বেতন ভাতাদির সুবিধার্থে পুনঃরায় গত ০২/০৩/২০১৪ ইং তারিখে পূর্বের দেনমোহর ঠিক রেখে বিবাহ রেজিঃ করেন। বাদীনির পিতা-মাতা বিবাদীর চাকুরীর জন্য ৫ লক্ষ টাকা এবং বিবাহের সময় উপঢৌকন স্বরূপ বাদীনিকে দুই ভরি ওজনের স্বর্ণালংকার প্রদান করেন। গত ১৬/০৭/২০১৫ ইং তারিখে বাদী ও বিবাদী স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘরসংসার করাকালে বাদী বিবাদীকে বলে যে, এ.এস.আই পদে পদোন্নতি নিতে গেলে ৫ লক্ষ টাকা লাগবে। বিবাহে পণ স্বরূপ যৌতুক বাবদ ৫ লক্ষ টাকা ১-২ নং সাক্ষীর নিকট হতে এনে দেওয়ার কথা বললে বাদীনির পিতা-মাতা বিবাদীর দাবীকৃত উক্ত যৌতুকের দাবীর টাকা দিতে পারবে না বললে বিবাদী বাদীনিকে যৌতুকের দাবীতে নির্যাতন করে গত ২৩/০৭/২০১০ ইং তারিখে একবস্ত্রে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। বাদীনি নিরুপায় হয়ে পিতার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সাক্ষীদের নিকট সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বললে বাদী ও সাক্ষীগণসহ বিবাদীকে যৌতুক ছাড়া ঘরসংসার করার জন্য অনুরোধ করলে বিবাদী ৫ লক্ষ টাকা যৌতুক ছাড়া ঘরসংসার করতে অস্বীকার করে। ফলে বাদী দেনমোহর ও খোরপোষের ডিক্রীর প্রার্থনায় অত্র মামলা দায়ের করেন।

অপরদিকে, বিবাদী-আপীল্যান্ট-দরখাস্তকারীর জবাব সংক্ষেপে এই যে, ০২/০৩/২০১৪ ইং তারিখে মুসলিম আইনের বিধান মতে বাদীর সঙ্গে বিবাদীর ৩,০০,০০১/- টাকা মোহরানা ধার্য্যে রেজিস্ট্রিকৃত কাবিননামা মূলে বিয়ে হয় । বিবাহের পর বাদী ও বিবাদী স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর-সংসার করাকালে বিবাদী বাদীনিকে প্রায় ৫ ভরি ওজনের স্বর্ণালংকার ও ১ লক্ষ টাকা ফিক্স ডিপোজিট করে

বাদী মোহরানা পরিশোধ করেন। বিবাদীর অনুপস্থিতিতে বাদীনি স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করলে বিবাদী বাদীনিকে সৎভাবে জীবন যাপনের পরামর্শ দিলে বাদীনি তার পিতার বাড়ীতে গিয়ে বিবাদীর বিরুদ্ধে নারী শিশু ট্রাইব্যুনাল আদালতে ১৭৮/১৬(নারী শিশু) একটি মিথ্যা মোকদ্দমা আনায়ন করায় কোন প্রকার খোরপোষ পাবার হকদার নয়। তাই বিবাদীপক্ষ উপরি-উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় বাদীর মামলা খারিজের প্রার্থনা করেন।

বাদী ও বিবাদীর আরজি ও জবাব পর্যালোচনা করে বিচারিক আদালত নিম্নবর্ণিত বিচার্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ করেন:

১। অত্র মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কিনা?

২। অত্র মোকদ্দমার বাদীনি ও বিবাদীর মধ্যে বর্তমানে বৈবাহিক সর্ম্পক বিদ্যমান আছে কিনা?.

৩। বাদী পক্ষ বিবাদীর নিকট হতে তার বকেয়া দেন মোহর এবং খোরপোষ পেতে পারে কিনা?

৪। বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে প্রতিকার পেতে পারে কিনা?

অতঃপর, বিচারিক আদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণকরতঃ মূল পারিবারিক মোকদ্দমাটিতে ডিক্রি প্রদান করেন। বিচারিক আদালতের রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে ভীষণভাবে সংক্ষুব্ধ হয়ে বিবাদী-প্রতিপক্ষ বিজ্ঞ জেলা জজ, নওগাঁ সমীপে পারিবারিক আপীল নং ৩৩/২০১৮ দায়ের করেন। অতঃপর, বিজ্ঞ জেলা জজ গ্রহণকরতঃ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করে উহা নিষ্পত্তির নিমিত্ত যুগ্ম জেলা জজ, তৃতীয় আদালত, নওগাঁ বরাবর প্রেরণ করেন। উভয়পক্ষকে শুনানীঅন্তে বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ আপীলটি না-মঞ্জুরকরতঃ বিচারিক আদালতের রায় ও ডিক্রি বহাল রাখেন।

প্রার্থীপক্ষে কেউ উপস্থিত হয়নি।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ ফজলে রাব্বি নিবেদন করেন যে, বিচারিক আদালত উভয়পক্ষের সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণকরতঃ পারিবারিক মোকদ্দমাটিতে বাদীর অনুকূলে ডিক্রি প্রদান করেন এবং আপীল আদালত উভয়পক্ষের সাক্ষ্যসাবুদ বিস্তারিতভাবে বিচার

বিশ্লেষণকরতঃ বিচারিক আদালতের রায় ও ডিক্রির সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন বিধায় এতে হস্তক্ষেপ করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ পরিলক্ষিত হয় না।

এখন দেখতে আপীল আদালতের তর্কিত রায় ও ডিক্রি আইনত: রক্ষণীয় কিনা?

বিচারিক আদালত উভয়পক্ষের সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণ করে এই মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বাদিনী ও বিবাদীর মধ্যে বৈধভাবে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাদিনী বিবাদীর নিকট থেকে অপরিশোধিত দেনমোহর বাবদ ২,৯৯,০০১/- (দুই লক্ষ নিরানব্বই হাজার এক) টাকা পেতে আইনত: হকদার এবং বিচারিক আদালত আরো সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, বাদিনী বিবাদীর নিকট অতীত ভরণপোষণ বাবদ ৬৬,১০০/- (ছিষট্টি হাজার একশত) টাকা প্রাপ্ত হবেন। আপীল আদালত উভয়পক্ষের সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণ করে বিচারিক আদালতের রায় ও ডিক্রির সাথে সহমত পোষণ করেন। এই প্রসঙ্গে আপীল আদালতের রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উল্লেখ করা সমীচীন বলে মনে করছি:

> *"সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদী এবং বিবাদীর পুনঃরায় ০২/০৩/২০১৪ ইং তারিখে ৩,০০,০০১/- টাকা দেনমোহরানায় রেজিস্ট্রি বিবাহ হয়। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় উক্ত কাবিননামা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদী বিবাদীর নিকট হতে ২,৯৯,০০১/- টাকা দেনমোহরানা বাবদ পাওনা রয়েছে। বাদীপক্ষ ০২/০৩/১৪ ইং তারিখের কাবিননামা প্রমাণের জন্য বালাম বহি এনে প্রমাণ করেছেন। এছাড়া, বাদীপক্ষে ০২/০৩/১৪ ইং তারিখের কাবিননামার কাজী আবু বকর সিদ্দিক স্বয়ং আদালতে এসে কাবিনামার স্বপক্ষে জবানবন্দী প্রদান করেছেন এবং ০২/০৩/১৪ ইং তারিখের কাবিননামায় কাজী হিসেবে প্রদত্ত স্বাক্ষর তার মর্মে সনাক্ত করেছেন। বিবাদী আপীলকারী তার আপীলের মেমোতে দাবী করে যে, বিবাদী আপীলকারীপক্ষ বাদী রেসপনডেন্টপক্ষের বকেয়া দেনমোহরানা ২,৯৯,০০১/-টাকা দাম্পত্য জীবন যাপন কালে ৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও ১,০০,০০০/-টাকা ফিক্স ডিপোজিটের মাধ্যমে পরিশোধ করেছেন। বিবাদী আপীলকারীর এই দাবির প্রেক্ষিতে নথী পর্যালোচনায় এবং সাক্ষীগণের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিবাদী আপীলকারীপক্ষ তাদের উক্ত দাবীর সমর্থনে কোন দালিলিক সাক্ষ্য প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করেনি। নিম্ন*

আদালত বাদী এবং বিবাদীর সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করেই সঠিকভাবে বাদীর বকেয়া দেনমোহরানা ও খোরপোষ বাবদ মোট ৩,৬৫,১০১/- টাকা নির্ধারণ করেছেন। যা অত্যন্ত যৌক্তিক এবং আইনানুগ হয়েছে মর্মেই প্রতীয়মান হয়। সেদিক বিবেচনায় নিম্ন আদালতের আদেশে হস্তক্ষেপের যৌক্তিক কোন কারণ নেই।"

দেনমোহর সম্পর্কে উভয় আদালতের যৌথ সমাপন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিধায় এতে হস্তক্ষেপ করার কোন দৃশ্যমান কারণ নাই। উভয়পক্ষের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও বিজ্ঞ আইনজীবীর নিবেদন পর্যবেক্ষণকরত: বাদীর প্রাপ্য অতীত ভরণপোষণ ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকার স্থলে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা নিধার্রণ করা হলো। বাদিনী তৎমর্মে বিচারিক আদালতের অতীত ভরণপোষণের পরিমাণ ৬৬,১০০/- (ছেষট্টি হাজার একশত) টাকার স্থলে ৪৪,০৬৬/- (চৌচল্লিশ হাজার ছেষট্টি) টাকা প্রাপ্ত হবেন। এমনিভাবে মূল পারিবারিক মোকদ্দমার ডিক্রি সংশোধিত হবে।

অতএব, আদেশ হয় যে, বর্ণিত রুলটি বিনা খরচায় discharge করা হলো। অত্রাদালত কর্তৃক জারীকৃত ইতোপূর্বেকার স্থগিতাদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

নিম্ন আদালতে LCRs সহ অত্র রায়ের কপি জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করা হোক।

বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন

নাছের
পিও